কীটতত্ব শাখা প্রযুক্তি-৯

১) প্রযুক্তির নামঃ		পিতরাজ বীজের নির্যাস (বীজ:পানি=১:২০) দ্বারা পাটের হলুদ মাকড় দমন।
২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ		প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ ১। সহজ প্রাপ্যতা ২। ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সহজ ৩। পরিবেশ বান্ধব ৪। উক্ত দমন পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক
৩) প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ		১। যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে হলুদ মাকড় দমনের জন্য রাসায়নিক মাকড়নাশক ব্যবহার না করে পিতরাজ বীজের নির্যাস দিয়ে হলুদ মাকড় দমন করা যায়। ২। পিতরাজ বীজের নির্যাস হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচি পাতার উল্টোদিকে সরাসরি স্প্রে করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ৩। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়ে না। ৪। এই ক্ষেত্রে উপকারী পোকার উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। ৫। এই প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকের কোন ঝুঁকি নাই। ৬) হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচিপাতার উল্টোদিকে পিতরাজ বীজের নির্যাস সরাসরি স্প্রে করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।
৪) মাঠ পর্যায়ের তথ্যঃ		**পিতরাজ বীজের নির্যাস প্রস্তুত প্রনালীঃ** পিতরাজ বীজ সংগ্রহ করে রোদ্রে ভালভাবে শুঁকিয়ে মেশিনের সাহায্যে গুড়া করতে হবে। তারপর পিতরাজ বীজের পাউডার পানিতে ১:২০ অনুপাতে (১০০ গ্রাম পাউডার ২ লিটার পানিতে) মিশিয়ে নির্যাস তৈরি করতে হবে। তারপর নির্যাসটি ছাকনি দিয়ে ছেকে নিতে হবে। পিতরাজ বীজের নির্যাস তৈরির খরচ: নির্যাস তৈরির শ্রমিক মজুরি ও স্প্রে ১ জন শ্রমিক (সংগ্রহ ওনির্যাস তৈরি)=৬০০/- প্রথম বার (২ জন) = ১২০০/- দ্বিতীয় বার (২জন)= ১২০০/- --------------------- মোট = ৩,০০০/- এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গড়ে প্রতি হেক্টরে সাত মণ ফলন বেশি পাওয়া যায় যার বর্তমান মূল্য =২৮০০ × ৭ = ১৯,৬০০/- প্রতি হেক্টরে লাভ = (১৯,৬০০/- ৩,০০০) = ১৬,৬০০/-

		 ছবি: পিতরাজ বীজের নির্যাস
৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ		১:২০ অনুপাতে তৈরি পিতরাজ বীজের নির্যাস ব্যবহার করে প্রায় ৬৭ ভাগ হলুদ মাকড়ের আক্রমণ কমানো যায় এবং পাটের আঁশের ফলন প্রায় ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।